গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ শাখা

মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ বেহন্দিসহ অন্যান্য ক্ষতিকর জাল অপসারণে "বিশেষ কম্বিং অপারেশন-২০২৬" পরিচালনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি.
সময়	:	সকাল ১১:০০ ঘটিকা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

উপস্থিত সদস্যদের তালিকা "পরিশিষ্ট-ক" তে সন্নিবেশিত।

সভায় উপস্থিত এবং ভার্চুয়ালি সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সকলের পরিচিতি পর্ব শেষে তিনি বলেন, দেশের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে বছরব্যাপী মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম, জাটকা নিধন প্রতিরোধ ও বঙ্গোপসাগরে ৫৮ দিন মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখার পাশাপাশি বিগত ২০১৬ সাল হতে মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ বেহন্দি ও অন্যান্য ক্ষতিকর জাল অপসারণে কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করা হয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছর সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থার সহযোগিতায় "বিশেষ কম্বিং অপারেশন-২০২৬" পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

০২। সভাপতির অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী পরিচালক, ইলিশ ব্যবস্থাপনা শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর সভার আলোচ্য বিষয় উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, "মৎস্য সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৮৫" অনুযায়ী এক সেন্টিমিটারের চাইতে কম ফাঁসের চটজাল, কারেন্ট জাল, টংজাল, কাঁথাজাল, বেড়জাল, জগত বেড়জাল ইত্যাদির ব্যবহার (প্রতি বছর ফাল্গুন মাস থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত) ৬ মাস এবং বেহন্দি জাল সারাবছরের জন্য নিষিদ্ধ করার বিধান রয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রতিবছরের ন্যায় এবছর ০৪ (চার) টি ধাপে কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করার প্রস্তাব রয়েছে। চার ধাপে ৩০ (ত্রিশ) দিন কম্বিং অপারেশন পরিচালনার নিমিত্ত ২০২৬ সালের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের প্রস্তাব নিম্নরূপ :

১ম ধাপঃ ০১-০৭ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি. (১৭ পৌষ-২৩ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ) (মোট ৭ দিন) (পূর্ণিমা ০৩ জানুয়ারি)
২য় ধাপঃ ১৬-২৩ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি. (০২-০৯ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ) (মোট ৮ দিন) (অমাবস্যা ১৮ জানুয়ারি)
৩য় ধাপঃ ৩১ জানুয়ারি - ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রি. (১৭-২৩ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ) (মোট ৭ দিন) (পূর্ণিমা ০২ ফেব্রুয়ারি)
৪র্থ ধাপঃ ১৪-২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রি. (০১-০৮ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ) (মোট ৮ দিন) (অমাবস্যা ১৬ ফেব্রুয়ারি)

তিনি আরো জানান, প্রকল্প পরিচালক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের বাজেট বরাদ্ধ থেকে শুধুমাত্র এ বছরের জন্য অতিরিক্ত নিম্নোক্ত ২ (দুই)টি ধাপ সংযোজনের প্রস্তাব করেছেন।

৫ম ধাপঃ ০১-০৭ মার্চ, ২০২৬ (১৬ ফাল্গুন-২২ ফাল্গুন, ১৪৩২) (মোট ৭ দিন) (পূর্ণিমা ৩ মার্চ ২০২৬)
৬ষ্ঠ ধাপঃ ১৬-২৩ মার্চ ২০২৬ (০১ চৈত্র-০৯ চৈত্র, ১৪৩২) (মোট ৮ দিন) (অমাবস্যা ১৯ মার্চ ২০২৬)

০৩। সভাপতি কম্বিং অপারেশন পরিচালনার প্রস্তাবিত সময়ের বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মতামত জানতে চাইলে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট অমাবস্যা ও পূর্ণিমা'র 'জো' কে অন্তর্ভুক্ত করে প্রস্তাবিত তারিখ নির্ধারণ যৌক্তিক বলে মত দেন।

০৪। এ পর্যায়ে সভাপতি এ বছরের প্রস্তাবিত বিশেষ কম্বিং অপারেশনের তারিখ এবং মেয়াদ বৃদ্ধিসহ অন্যান্য বিষয়ে সভায় উপস্থিত বিভিন্ন বাহিনীর প্রতিনিধি, জুমে সংযুক্ত জেলা প্রশাসক ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ কে মতামত প্রদানের জন্য আহবান জানান।

০৫। সভায় ভার্চুয়ালিযুক্ত বরিশাল, ভোলা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার জেলা প্রশাসকগণ কম্বিং অপারেশন পরিচালনায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। এছাড়াও অভিযানের মাধ্যমে অবৈধ জাল আটক ও ধ্বংসের পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে অবৈধ জাল উৎপাদন কারখানা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ মৎস্য সম্পদ রক্ষায় অধিক কার্যকর হবে বলে মত প্রকাশ করেন এবং অবৈধ জালের সাপ্লাই চেইন বন্ধের বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। জেলা প্রশাসক, বরিশাল বলেন, হিজলা ও মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় নৌবাহিনীর জাহাজের সাহায্য পেলে অভিযান পরিচালনা অধিক ফলপ্রসু করা সম্ভব হবে। জেলা প্রশাসক কক্সবাজার বলেন, উপজেলা পর্যায়ে নিষিদ্ধ জাল প্রতিরোধ করতে বিক্রয়কেন্দ্রে অভিযান পরিচালনা করা হয়। তবে বিক্রয় পর্যায়ে, নদী ও জলাশয়ে অভিযান পরিচালনার চেয়ে উৎপাদন পর্যায়ে অভিযান পরিচালনা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম জানান হালদা নদী পৃথিবীর একমাত্র রুই জাতীয় মাছের প্রজনন ক্ষেত্র; এ নদীতে একটি স্পিডবোট সরবরাহ করা হলে নজরদারি জোরদার করা সম্ভব হবে। সভাপতি জানান, ট্র্যাডিশনাল স্পিডবোট বাদ দিয়ে ব্যাটারি চালিত শব্দহীন স্পিড বোট সরবরাহের কার্যক্রম চলমান আছে।

০৬। মৎস্য অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগের পরিচালক সীতাকুন্ড, লক্ষ্মীপুর সদর, কক্সবাজার সদর ও কুতুবদিয়া উপজেলাকে মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ বেহুন্দিসহ অন্যান্য ক্ষতিকর জাল অপসারণে "বিশেষ কম্বিং অপারেশন-২০২৬" এর অর্ন্তভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। প্রকল্প পরিচালক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প জানান, প্রস্তাবিত উপজেলাসমূহ যুক্ত করার জন্য প্রকল্প থেকে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের সুযোগ রয়েছে। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নোয়াখালী বলেন, হাতিয়া উপজেলায় জনবল কম থাকায় অভিযান পরিচালনায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরকে জরুরী ভিত্তিতে প্রধান কার্যালয় হতে অপারেশনাল উপজেলাসমূহে জনবল প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি অনুরোধ জানান।

০৭। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, আসন্ন বিশেষ কম্বিং অপারেশনে বিগত বছরের ন্যায় জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকল বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান এবং ২০২৬ সালের কম্বিং অপারেশন সফলভাবে বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি প্রকল্প পরিচালক, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) কর্তৃক 'বিশেষ কম্বিং অপারেশন' পরিচালনার জন্য রাজস্বের ০৪ ধাপের সাথে সমন্বয় করে মার্চ ২০২৬ মাসে অতিরিক্ত ০২ ধাপ বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে, সভাপতি এ বিষয়ে বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী ও নৌ পুলিশ এর মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যৌক্তিক হবে বলে মত প্রকাশ করেন।

০৮। বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও নৌ পুলিশ প্রতিনিধিগণ বলেন, মৎস্য সম্পদ রক্ষার পাশাপাশি নৌপথে চোরাচালান, মাদক নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনাও বাহিনীগুলোর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ রক্ষায় কম্বিং অপারেশনসহ অন্যান্য মৎস্য সংরক্ষণ অভিযান পরিচালনার এ ধারা ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

০৯। স্টাফ অফিসার (অপারেশন্স), নৌ বাহিনী সদর দপ্তর জানান, নির্বাচনের সময় এ বাহিনীর অনেক জনবল নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত থাকবে। এ বিষয়টি সমন্বয় করে তারা কম্বিং অপারেশন এর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন। তিনি আরো জানান, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আওতাধীন জাহাজসমূহ গভীর সমুদ্রে ব্যবহৃত যুদ্ধ জাহাজ হওয়ায় উপকূলীয় এবং মোহনা এলাকা ব্যতীত কম গভীরতার নদীতে এ জাহাজ ব্যবহার করে অভিযান পরিচালনা

করা সম্ভব হয় না। তাই এবছর নৌবাহিনীর নিজস্ব হেলিকপ্টার ব্যবহার করে অভিযান পরিচালনার জন্য উপযুক্ত জায়গা শনাক্তকরণপূর্বক বিভিন্ন বাহিনী এবং মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে অভিযান পরিচালনা করা হবে।

১০। স্টাফ অফিসার (অপারেশন্স), বাংলাদেশ কোস্টগার্ড বলেন, চতুর্থ ধাপের শুরু যেহেতু নির্বাচনের (১২ ই ফেব্রুয়ারি) সন্নিকটে তাই আইনশৃংখলাসহ সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় তা ১৪-২১ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ এর পরিবর্তে ১৬-২৩ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ করা যেতে পারে।

১১। সভাপতি বলেন, অধিক মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছাতে প্রচার প্রচারণায় আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে তিনি সভায় উপস্থিত সকলের মতামত জানতে চান। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর জিঙ্গেল তৈরি করে প্রচার করার প্রস্তাব করেন। উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর জিঙ্গেল তৈরীর দায়িত্ব গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। পুলিশ সুপার (ক্রাইম ও অপারেশন্স), নৌ পুলিশ বলেন, বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে সংশিষ্ট তথ্য প্রচার করা হলে অধিক সংখ্যক মানুষের মাঝে এই বার্তা পাঠানো সহজ হবে। ফেসবুকের বিজ্ঞাপন এক্ষেত্রে উপযুক্ত পদ্ধতি হতে পারে বলে নৌ বাহিনীর প্রতিনিধি মত প্রকাশ করেন। সভাপতি বলেন, ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ডের ভিডিও, স্থিরচিত্র ও প্রমো তৈরি করে ফেসবুক, ইউটিউব ও অন্যান্য মিডিয়ায় বুস্টিং করে প্রচার করলে তা সহজে মানুষকে আকৃষ্ট করবে। অতঃপর স্থানীয়ভাবে প্রচার করার লক্ষ্যে তৈরিকৃত প্রমো জেলা প্রশাসক ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তাসহ মাঠ পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করেন ।

১২। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, (অপারেশন্স), পুলিশ সদর দপ্তর কম্বিং অপারেশনের বিষয়টি মসজিদে প্রচার করার প্রস্তাব করলে সভাপতি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে এর সঙ্গে সংযুক্ত করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে মসজিদ ও মন্দিরে বিষয়টি প্রচার করার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

১৩। পরিশেষে, সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক. মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী বেহন্দি ও অন্যান্য ক্ষতিকর অবৈধ জাল অপসারণে "বিশেষ কম্বিং অপারেশন-২০২৬" নিম্নোক্ত ০৪ (চার) ধাপে পরিচালনা করা হবে:

১ম ধাপঃ ০১-০৭ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি. (১৭ পৌষ-২৩ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ) (মোট ৭ দিন) (পূর্ণিমা ০৩ জানুয়ারি)
২য় ধাপঃ ১৬-২৩ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি. (০২-০৯ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ) (মোট ৮ দিন) (অমাবস্যা ১৮ জানুয়ারি)
৩য় ধাপঃ ৩১ জানুয়ারি - ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রি. (১৭-২৩ মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ) (মোট ৭ দিন) (পূর্ণিমা ০২ ফেব্রুয়ারি)
৪র্থ ধাপঃ ১৬-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রি. (০৩-১০ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ) (মোট ৮ দিন) (অমাবস্যা ১৬ ফেব্রুয়ারি)

খ. 'বিশেষ কম্বিং অপারেশন- ২০২৬' এ মোট ১৮ টি জেলায় (**পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, বরিশাল, পিরোজপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, ঝালকাঠি, লক্ষ্মীপুর, মুন্সিগঞ্জ এবং ফেনী**) অভিযান পরিচালনা করতে হবে। নদীতে অভিযানের পাশাপাশি বর্ণিত জেলাসমূহের মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, মৎস্য বাজার, জাল বিক্রয় কেন্দ্র ও উৎপাদন কারখানায় অভিযান পরিচালনা করতে হবে;

গ. "বিশেষ কম্বিং অপারেশন-২০২৬" পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি গোপনীয় অপারেশনাল পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং সে মোতাবেক অভিযান পরিচালনা করবে;

ঘ. "বিশেষ কম্বিং অপারেশন-২০২৬" পরিচালনার নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তরের প্রস্তাবের আলোকে মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে মন্ত্রণালয় প্রতিটি জেলার জন্য ০১টি করে মনিটরিং টিম গঠন করবে;

ঙ. অভিযানের তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরে একটি 'কন্ট্রোল রুম' খুলবে। 'কন্ট্রোল রুম' বিভাগীয় ও জেলা পর্যায় হতে অভিযানের দৈনিক তথ্য সংগ্রহপূর্বক মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে এবং অভিযান শেষে মৎস্য অধিদপ্তর একটি পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে;

চ. মৎস্যজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে 'কম্বিং অপারেশন' সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ককরণের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার জন্য মাইকিং, ব্যানার, জনবহুল স্থানে ডকুমেন্টারি প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিবে। এছাড়াও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর জিঙ্গেল তৈরির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং মৎস্য অধিদপ্তর ভিডিও, স্থিরচিত্র ও প্রমো তৈরি করে তা ফেসবুক, ইউটিউব ও অন্যান্য মিডিয়ায় বুস্টিং করে প্রচার করবে;

ছ. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে মসজিদ ও মন্দিরে মৎস্যজীবী ও জনসাধারণের মাঝে প্রচার করতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করতে হবে। প্রচার-প্রচারণায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর সম্পৃক্ত থাকবে;

জ. দিনের পাশাপাশি রাতেও টহল বাড়াতে কোস্ট গার্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ঝ. 'বিশেষ কম্বিং অপারেশন-২০২৬' পরিচালনার নিমিত্ত গুরুত্বপূর্ণ উপজেলাসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল মৎস্য অধিদপ্তর পদায়ন করবে;

ঞ. ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের পরিচালক কর্তৃক শুধুমাত্র এ বছরের জন্য প্রস্তাবিত দুটি অতিরিক্ত ধাপের বিষয়ে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী এবং নৌ পুলিশের মতামত গ্রহণপূর্বক পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিতে হবে;

ট. চারটি নতুন উপজেলাকে (সীতাকুন্ড, লক্ষ্মীপুর সদর, কক্সবাজার সদর ও কুতুবদিয়া) কম্বিং অপারেশনের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি মৎস্য অধিদপ্তর যথাযথভাবে পর্যালোচনা করবে; এবং

ঠ. বিশেষ কম্বিং অপারেশন-২০২৬ উপলক্ষ্যে জনসাধারণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের নিকট এসএমএস বার্তা প্রেরণ, বিটিভিসহ অন্যান্য টিভি চ্যানেলে স্ক্রল প্রচার এবং বাংলাদেশ বেতারে বার্তা প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৪/১১/২০২৫

আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়